THOUGHTS : ACADEMIC WRITINGS IN LANGUAGES

Chief Editor
Prof. (Dr.) Debasish Bhowmick

Managing Editor
Dr. Laksman Sarkar

Scanned with OKEN Scanner

"THOUGHTS : ACADEMIC WRITINGS IN LANGUAGES"
By RBC Evening College
Published by Sudarshan Prakashan, Kolkata. Rs. 400/-

ISBN : 978-93-83659-82-1

Published by
Arpita Mandal
Sudarshan Prakashan
7/1C, Radhananth Mallick Lane
Kolkata 700 012
Mobile : 9433194218

Copyright
Rishi Bankim Chandra Evening College, Naihati
North 24 Parganas, West Bengal

First Published : February, 2023

All rights reseved. No part of this book may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission from the copyright holder.

Cover: Shekhar Mondal

Printers:
Laksminarayan Press
T/31/K, Biplabi Barin Ghosh Sarani
Kolkata-700 067

Distributor:
New Pragati Prakashani
68/69 and 1039 Bakshah Bazar
Nilkhetra, Dhaka-1205, Bangladesh
and
Jnàn Bichitra
11, Jaganath Bari Raod
Agartala-799001, Tripura, India

Price : Four Hundred Only.

Scanned with OKEN Scanner

বাণভট্টের রচনায় চিত্রিত সমাজজীবন

অভিজিৎ মণ্ডল

সংস্কৃত সাহিত্যের আসরে মহাকাব্য, খন্ডকাব্য, কোষকব্য, কথা আখ্যায়িকা ইত্যাদি বহুবিধ কাব্যের বিপুল আয়োজন, স্বাভাবিক ভাবেই তাই শ্রেণী বিভাজনও করতে হয়েছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার দিক থেকে সংস্কৃত কাব্যগুলি প্রধানত দুই শ্রেণীর— শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য। শ্রব্যকাব্যকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—গদ্যকাব্য, পদ্যকাব্য ও চম্পূকাব্য। গদ্য কাব্যের আবার দুটি ভাগ—কথা শ্রেণীর গদ্যকাব্য এবং আখ্যায়িকা শ্রেণীর গদ্যকাব্য।

যে কাব্য শুনে বা পড়ে তার রসগ্রহণ করা যায়, "তাকেই শ্রব্যকাব্য বলে। কিন্তু যে কাব্যের অভিনয় দর্শনের উপরে তার রসোপলব্ধি নির্ভর করে সে কাব্য হল দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ আধুনিক কালে যাকে নাটক বলা হয় তাই হল দৃশ্যকাব্য, সে কারনেই আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্য দর্পন নামক আলংকারিক গ্রন্থে বলেছেন— "দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ম"[১] শ্রব্যকাব্যে স্রষ্টা তাঁর বিবৃতির বা বর্ণনার মাধ্যমেই জীবনলীলা পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেন। শ্রব্যকাব্যের একটি অন্যতম প্রধান ভাগ হল গদ্যকাব্য। এই গদ্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পন গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলেছেন- "বৃত্তগন্ধোজ্ঝিতং গদ্যম্"[২] অর্থাৎ ছন্দের(পদ্যের)গন্ধ যে রচনায় নেই তা হল গদ্য। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই প্রাচীনতম যে সাহিত্য আমরা পাই তার অধিকাংশই পদ্যে রচিত। গদ্য সাহিত্য রচনা হয়েছে অনেক পরে। সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণসাহিত্যে আমরা দীর্ঘ সমাসবর্জিত এক গদ্যধারার সন্ধান পাই। তবে ধীরে ধীরে ভাবসমৃদ্ধ হয়ে দণ্ডী ও সুবন্ধুর হাতে পরিণতি লাভ করে। এই গদ্যধারা সর্বশেষে বাণভট্টের হাতে চরমপূর্ণতা লাভ করে।

বাৎসায়ন গোত্রীয় বাণভট্ট পুষ্যভূতি বংশীয় রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্যরচনায় ব্রতী হন। হর্ষের রাজত্বকালই বাণের প্রতিভা বিকাশের কালরূপে চিহ্নিত। বাণভট্টের পূর্বপুরুষ ছিলেন বৎস যার থেকেই বাৎসায়ন বংশের শুরু। এই বংশের মানুষ ছিলেন সুশিক্ষিত, সদাচারী, বেদজ্ঞ,

শাস্ত্রজ্ঞ ও ইতিহাসবিদ, বাণের পিতামহের পিতামহ ছিলেন বাৎস্যায়ন বংশের কুবের। তিনি গুপ্ত বংশের রাজাদের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কুবেরের চার পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পাশুপতের একমাত্র পুত্র স্ক্যাতিমান অধ্যাপক মহাত্মা অর্থপতি হলেন বাণের পিতামহ। তাঁর অষ্টমপুত্র গুনবান যাজ্ঞিক চিত্রভানু হলেন বাণের যশস্বী পিতা। মাতার নাম রাজ্যদেবী। পন্ডিতদের মতামত অনুযায়ী আনুমানিক ষষ্টশতকের শেষ ভাগে বাণভট্ট আবির্ভূত হয়েছিল বলে এরকম সিদ্ধান্ত করা হয়ে থাকে।

বাণভট্ট হলেন সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রথিতযশা গদ্যকাব্যকার তাঁর দুটি রচনা একটি হল 'হর্ষচরিত' আখ্যায়িকা শ্রেণীর গদ্যকাব্য এবং অপর একটি 'কথা' শ্রেণীর গদ্য কাব্য হল 'কাদম্বরী', হর্ষচরিতে তিনি রাজা হর্ষবর্ধনের জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য তুলে ধরেছেন। হর্ষবর্ধনের শাসনকালের ব্যাপ্তি বিচার করে খ্রিষ্টীয় ষষ্ট শতকের শেষ ভাগ থেকে সপ্তম শতকের পূর্বার্ধ কালকে বাণের প্রতিভা বিকাশের কাল বলে আমরা মনে করতে পারি, কাজেই বাণের রচনায় যে সমাজচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তা সপ্তম শতাব্দির প্রচলিত সমাজচিত্রেরই প্রতিফলন। হর্ষচরিত ও কাদম্বরী এই দুটি গদ্যকাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে বাণের সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার এক বিশ্বস্থ চিত্র।

বাণের দুটি রচনাতেই আছে রাজ্য ও রাজধানীর বর্ণনা। রাজধানীর শ্রী ও সমৃদ্ধির চিত্র থেকে সহজেই অনুমান করা যায় সে, রাজ্যে সুশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বিশাল রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন অমাত্য ও গুপ্তচর নিযুক্ত থাকত। সার্বভৌম রাজার অধীনে ছিলেন অজস্র অনুগত সামন্তরাজা। কতগুলি গ্রাম নিয়ে জনপদ গঠিত ছিল, গ্রামের শাসনভার অর্পিত ছিল গ্রামশাসকের ওপর। ছিলেন অরণ্যাধ্যক্ষ, দুর্গাধ্যক্ষ জনপদাধ্যক্ষ প্রভৃতি। ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী সমাজে দস্যু তস্করের উপদ্রপ থাকলেও অবাক হতে হতো সরস্বতী ও সাবিত্রী এই দুই অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণীকে অভিভাবকহীন অবস্থায় নদীতীরস্থিত নিকুঞ্জে বাস করতে দেখে। সমাজে নানাপ্রকার বৃত্তির প্রচলন ছিল। বাল্যাবস্থায় যাদের সাহচর্যে বাণ বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ করে প্রায় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পরেছিলেন তাদের বৃত্তির বৈচিত্র সকলকে মুগ্ধ করে। তাদের কেউ চারন, কেউ লেখক, কেউ চিত্রকর, কেউ গায়ক, বেষ্ট নর্তক, কেউ বাদক, কেউ নট, কেউ প্রসাধিকা, কেউ সংবাহিকা, কেউ ধনীব্যবসায়ী, কেউ সভাকবি

কেউবা আবার জাদুকর। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, সমাজে কতরকমেরই না বৃত্তির প্রচলন ছিল। তাছাড়া বর্ণানুসারে কর্মের ব্যবস্থা তো নির্দিষ্ট ছিলই, তবে সমাজ ছিল মূলত; গ্রাম ও কৃষিভিত্তিক। হর্ষের যাত্রাপথে চিহ্নিত হয়েছে গ্রামের চিরন্তন দৃশ্য খড়ের ছায়া, ঘরের পাশে নিম ও বটগাছ, আখের ক্ষেত, কামারের কর্মব্যস্থতা, গরুর গাড়িতে বোঝাই করে কৃষিজাত পণ্যের সম্ভার। দীর্ঘ পথ ছুটে এসে হর্ষের হাতে চিঠি তুলে দিচ্ছে কুরঙ্গক নামক বার্তাবহক এই দৃশ্য থেকে বর্তমান ডাকব্যবস্থার ঈঙ্গিতও বাণের রচনার এক আশ্চার্য্য দিক কে তুলে ধরেছে।

বর্তমান বিজ্ঞাননির্ভর মানসিকতা থেকে বাণভট্ট তার সমাজের মানুষদের অনেকটা দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন তাই বাণের সমাজের মানুষ ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কারণবশতই বাণভট্টের চিত্রিত সমাজে দেখা গেছে বেশ কিছু অশুভ ছায়ার ইঙ্গিত এবং নানাবিধ দুর্লক্ষণের অবতারণা, হর্ষচরিতের পঞ্চম উচ্ছ্বাসে দেখা গেছে সেই সমস্ত অশুভছায়া ও দুলঙ্গণের প্রভাবও। এই গুলির মধ্যে অন্যতম হন- হর্ষের দেখা রাত্রির চতুর্থ প্রহরে দাবানলের অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে এক সিংহ, আর সিংহীটি তার সন্তানদের মায়া ত্যাগ করে সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করল। ঠিক এই ঘটনাই পরবর্তী" কালে হর্ষের জীবনে ঘটেছে। প্রভাকরবর্ধনের অসুস্থতায় তার স্ত্রী যশোমতী দেবী নিজপুত্রদের(হর্ষবর্ধন, রাজবর্ধন, রাজ্যশ্রী) মায়া ত্যাগ করে স্বেচ্ছা মৃত্যু বরন করেছিলেন। বাণভট্টের সমাজে ছিল সংসারে স্নেহময় বন্ধন জালের অবতারণা হর্ষচরিতের পঞ্চম উচ্ছ্বাসে দেখা যায় এই রকম সংসার স্নেহের অবতারনা—"লোকে হি লোহেভ্যঃ কঠিনতরাঃ খলু স্নেহময়াঃ বন্ধনপাশাঃ, যদাকৃষ্টাঃ তির্য্যঞ্চোহপি এবমাচরন্তি"[৩]

সমাজে চতুরাশ্রম ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। শিক্ষাব্যবস্থা ছিল আশ্রমকেন্দ্রিক বা গুরুগৃহকেন্দ্রিক, 'কাদম্বরী'র নায়ক চন্দ্রাপীড়ের গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপন করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের সময় তরুণ রাজকুমারকে দেখার জন্য পুরাঙ্গনাদের মধ্যে যে ব্যস্থতা দেখা দিয়েছিল তার মনোজ্ঞ চিত্র বাণভট্ট অঙ্কন করেছেন। হর্ষচরিতেও দেখা বর্ণিত হয়েছে দিবাকর মিশ্রের আশ্রম যেখানে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থী বাস করত।

সমাজে সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। রানী যশোমতী রাজা প্রভাকর বর্ধনের মরণ আসন্ন জেনে বৈধব্যযন্ত্রনা ভোগ করার পূর্বে স্বয়ং অগ্নিতে আত্মাহুতি

Scanned with OKEN Scanner

দিয়েছিলেন। দৈব ও নিয়তির ওপর নাগরিকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। প্রভাকরবর্ধনের অকাল প্রয়াণকে তাই হর্ষবর্ধনের দৈবের বিধান বলে মনে করেছেন, রাজধানীতে প্রবেশকালে যমপট্টিকের গান তাঁর কাছে দুর্লক্ষণ বলে মনে হয়েছে, নিয়তি ও ভাগ্যের প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার প্রমাণ মিলেছে এই শ্লোকটিতে—'নিয়তির্বিধায় পুংসাং প্রথমং সুখমুপরি দারুনং দুঃখম্'[৪] জন্মান্তরে মানুষের প্রবল আস্থা ছিল। কাদম্বরীতে তাই তিন জন্মের প্রণয়কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

সমাজে স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল, কাদম্বরী ও পত্রলেখার কথোপকথনে, সরস্বতী ও সাবিত্রীর পারস্পরিক সংলাপে হর্ষবর্ধনের প্রতি রানী যশোমতীর উপদেশে তাঁদের বিবিধ শাস্ত্রপারঙ্গমতা ও বৈদুষ্যের ছাপ স্পষ্ট। সমাজে শিক্ষার প্রসার থাকা সত্ত্বেও অশুভছায়া ও দুর্লক্ষণকেও বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, সেই কারনবসতই হয়তো হর্ষের মতো সর্বোজ্ঞ চরিত্রও "যমপট্টিক'এর গান বিচলিত করেছিল—

মাতাপিতৃসহস্রানি পুত্রদারশতানি চ।
যুগে যুগে ব্যতীতানি কস্যতে কস্য বা ভবান।[৫]

অর্থাৎ যুগে যুগে শত সহস্র মাতাপিতা দ্বারা পুত্র গত হয়েছেন। তারা কার? তুমি বা কার? যমপট্টিকের গাওয়া এই গানের ভাষা যেন হর্ষকে পিতা প্রভাকাবর্ধনের মৃত্যু যে অবসম্ভাবী তার পূর্বাভাস দিয়ে গিয়েছিল। স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রসার থাকলেও সমাজ ছিল মূলত পিতৃতান্ত্রিক, এ প্রসঙ্গে রানী যশোমতীর একটি উক্তির প্রসঙ্গিকতা খুবই ঘুরত্বপূর্ণ—'সর্ববর্ধনমাত্রোপথোগিন্যো ধাত্রীনির্বিশেষা ভবন্তি খলু মাতরঃ দানে তু প্রমানমাস পিতরঃ'[৬]

প্রভাকরবর্ধন রাজ্যশ্রীর বিবাহ ব্যাপারে যশোমতীর মতামত নিতে গেলে তিনি স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছিলেন—কন্যাদের পালন করার জন্য মাতার ভূমিকা ধাত্রীর মতই, বিবাহ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপার পিতারই। যশোমতীর এই উক্তি যেন সমাজের বাস্তব দিকটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

বাণভট্টের সময়ে দেশ ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভক্ত ছিল। নিজেদের পরাক্রম প্রকাশ করার জন্য রাজারা দিগ্বিজয়ে নির্গত হতেন। পররাজ্য গ্রাস দেশকে ধংসের পথে ঠেলে দিয়েছিল। তার মধ্যেই হর্ষবর্ধন দিগ্বিজয়ে বেড়িয়ে উত্তর ভারতের একটি বৃহৎ অংশকে একাবদ্ধ করে দেশের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে ছিলেন।

Scanned with OKEN Scanner

তথ্যসূত্র

১. সাহিত্যদর্পন (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)
২. সাহিত্যদর্পন (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)
৩. হর্ষচরিত (পঞ্চম উচ্ছ্বাস)
৪. হর্ষচরিত (পঞ্চম উশ্বাস)
৫. হর্ষচরিত (পঞ্চম উচ্ছ্বাস)
৬. হর্ষচরিত (দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস)

গ্রন্থতালিকা

১. দাস দেবকুমার, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সদেশ, কলকাতা-০০১
২. বন্দ্যোপাধ্যায় বীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-০০৬
৩. চক্রবর্তী অলকা, হর্ষচরিতম(পঞ্চম উচ্ছ্বাস), সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-০০৬
৪. বন্দ্যোপাধ্যায় উদয়, সাহিত্যদর্পন (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা-০০৬
৫. ভট্টাচার্য অমলকুমার, কাদম্বরী, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা-০০৬

Scanned with OKEN Scanner